অধ্যায় – ৮

৮.১ – উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতঃ বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৭ - ৬৪)

১/২

১। ইংরেজ আমলে দেশীয় রাজ্য বলতে কী বোঝায়?
--- 1947 সালে স্বাধীনতা লাভের আগে ভারতের অন্তত ৬০ শতাংশ ভূখন্ডে ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসন এবং ৪০ শতাংশ ভূখন্ডে কিছু স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। এই স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যগুলি সাধারনভাবে দেশীয় রাজ্য নামে পরিচিত।

২। ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় বড় বড় দেশীয় রাজ্য কোন গুলো ছিল?
--- ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় ৬০০ টির ও বেশি দেশীয় রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বড় দেশীয় রাজ্য ছিল কাশ্মীর, বরোদা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর।

৩। ভারতের স্বাধীনতা আইন কবে পাশ হয়? এতে দেশীয় রাজ্যগুলোর কাছে কোন বিকল্প রাখা হয়েছিল?
--- ১৯৪৭ খ্রীঃ ১৮ ই জুলাই। এতে দেশীয় রাজ্যগুলোর সামনে দুটি বিকল্প রাখা হয় – দেশীয় রাজ্যগুলোর স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখা অথবা ভারত বা পাকিস্তানের মধ্যে যে কোনো একটি রাষ্ট্রে যোগ দেওয়া।

৪। দেশীয় রাজ্য দপ্তর কবে গঠিত হয়? এই দপ্তরের দায়ীত্ব কাকে দেওয়া হয়েছিল?
--- ১৯৪৭ খ্রীঃ জুলাই মাসে এই দপ্তর গঠিত হয়। এই দপ্তরের দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কে।

৫। 'লৌহ মানব' বলে কে পরিচিত ছিলেন?
--- সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

৬। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস কবে প্রথম পালিত হয়? এই সময় ভারতের রাজ্যগুলো কয়টি শ্রেনিতে বিভক্ত ছিল?
--- ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি। এদিন থেকে ভারত একটি স্বাধীন সার্বভৌম গনতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।
এই সময় ভারতের রাজ্যগুলো চারটি শ্রেনিতে বিভক্ত ছিল –
'ক' শ্রেনিঃ গভর্নর শাসিত রাজ্য – পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব (৯টি)
'খ' শ্রেনিঃ রাজা বা ওই ধরনের শাসক দ্বারা শাসিত রাজ্য – হায়দ্রাবাদ, মধ্যভারত, মহীশূর, পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়ন (PEPSU), জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন (৮টি)
'গ' শ্রেনিঃ কমিশনার শাসিত রাজ্য – আজমীর, ভূপাল বিলাসপুর, হিমাচল প্রদেশ, কচ্ছ, কুর্গ, দিল্লি, মণিপুর, ত্রিপুরা ও বিন্ধ্যপ্রদেশ (১০ টি)
'ঘ' শ্রেনিঃ কেন্দ্রশাসিত রাজ্য – আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

৭। জুনাগড় কিভাবে ভারত ভূক্ত হয়?
--- কাথিয়াবাড় উপদ্বীপে অবস্থিত জুনাগড় রাজ্যের নবাব ছিলেন মুসলিম, কিন্তু তার ৮০ শতাংশ প্রজা ছিল হিন্দু। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ ই আগষ্ট জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলে সারা রাজ্যে

BOLA HIGH SCHOOL

গণবিক্ষোভ শুরু হয়। কাথিয়াবাড়ের অন্যান্য অংশ, যারা ভারতের সাথে ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছে, তারা ভারত সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করে। বল্লভভাই প্যাটেলের নির্দেশে ভারতীয় সেনা জুনাগড়ে প্রবেশ করে। ১৯৪৮ খ্রীঃ ২০ শে ফেব্রুঃ সেখানে গনভোটের আয়োজন হয়। বিপুল সংখ্যক মানুষ ভারতে যোগদানের পক্ষে মত দেয় এবং ১৯৪৯ খ্রিঃ জানুয়ারীতে জুনাগড় ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয়।

৮। ভারতের স্বাধীনতা কালে ফরাসী উপনিবেশ ভারতের কোথায় ছিল?
--- বাংলায় চন্দননগর, মাদ্রাজে পন্ডিচেরি, পশ্চিম উপকূলে মাহে।

৯। ভারতের স্বাধীনতা কালে পর্তুগীজ উপনিবেশ ভারতে কোথায় ছিল?
--- গোয়া, দমন, দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলি।

১০। গোয়া দখলের সময় ভারতীয় সানাবাহিনীর নেতৃত্ব কে দেন?
--- জয়ন্তনাথ চৌধুরী।

১১। ভারতের বিসমার্ক কাকে বলা হতো?
--- সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কে।

১২। স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?
--- প্রথম ইংরেজ গভর্র জেনারেল মাউন্টব্যাটেন, প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী ।

১৩। দেশীয় রাজ্যগুলোর ভারত ভুক্তিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নিয়েছিলেন কে?
--- সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

১৪। সিকিম কবে ভারত ভূক্ত হয়?
--- ১৯৭৫ খ্রিঃ।

১৫। মেহেরচাঁদ মহাজন কে ছিলেন?
--- দেশীয় রাজ্য কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী।

১৬। কাশ্মীরের প্রথম মুখ্যম ন্ত্রী কে?
--- শেখ আবদুল্লা।

১৭। ভারতের সেনাবাহিনীর দায়দ্রাবাদ অভিযান কী নামে পরিচিত?
--- অপারেশন পোলো (১৯৪৭ খ্রিঃ ১৩ ই সেপ্টেম্বর)

১৮। 'লাইন অব কন্ট্রোল' কী?
--- ১৯৪৭ খ্রিঃ স্বাধীন ভার্ত ও পাকিস্তানের আত্মপ্রকাশের পর কাশ্মীরের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার কে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। জাতিপুঞ্জ ১৯৪৮ খ্রিঃ ৩১ শে আগষ্ট য্যদ্ধবিরতি ঘোষনা করে। জাতিপুঞ্জ নির্ধারিত যুদ্ধবিরতি সীমারেখা 'নিয়ন্ত্রন রেখা' বা L O C নামে পরিচিত।

১৯। 'ভারত ভূক্তির দলিল' বলতে কী বোঝ?

BADLA HIGH SCHOOL

--- ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেষীয় রাজ্য যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষের মাধ্যমে ভারতে যোগদান করে তা 'ভারত ভূক্তির দলিল' নামে পরিচিত।

২০। গোয়া কবে ভারতভূক্ত হয়?
--- ১৯৬১ খ্রিঃ। (এটি অপারেশন বিজয় নামে পরিচিত। জয়ন্তনাথ চৌধুরী এতে নেতৃত্ব দেন)

২১। ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
--- ক্লিমেন্ট এটলি।

২২। ১৯৪৭ খ্রিঃ ভারতে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব কে ছিলেন?
--- ভি পি মেনন।

২৩। চন্দননগর কবে ভারত ভূক্ত হয়?
--- ১৯৪৯ খ্রিঃ।

২৪। মাহে কবে ভারত ভূক্ত হয়? --- ১৯৫৪ খ্রিঃ।

২৫। ভারতীয় স্বাধীনতা আইনটি কী?
--- ১৯৪৭ খ্রিঃ ৪ ঠা জুলাই ভারতের স্বাধীনতা আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়। এই আইন দ্বারা ১৫ ই আগষ্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো আলাদা রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় ভারত ভেঙে।

২৬। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৮ ই জুলাই ভারতের স্বাধীন তা আইনে কে সাক্ষর করেন?
--- ষষ্ঠ জর্জ।

২৭। কাশ্মীর ভারতে কবে যোগ দেয়?
--- ১৯৪৭ খ্রিঃ।

২৮। রাজাকার বাহিনী কোথায় গড়ে উঠেছিল?
--- হায়দ্রাবাদে।

২৯। ঔপ নিবেশিক শাসনে সমগ্র দেশ কয়টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল?
--- ৫৬২ টি।

৩০। ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে?
--- বল্লভভাই প্যাটেল।

৩১। ভারতে প্রথম সাধারন নির্বাচন কবে হয়? প্রথম নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন?
--- ১৯৫১-৫২। সুকুমার সেন।

৩২। 'প্রিভি পার্স' কি?
--- ১৯৪৭ খ্রিঃ ভারত স্বাধীন হবার পর দেশীয় রাজ্যগুলোর সিংহভাগ তাদের স্বাধীন্তা বিসর্জন দিয়ে ভারতের সাথে যোগ দেয়। এইসব পুরানো রাজন্যবর্গের ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হয়। এটি 'প্রিভি পার্স' নামে পরিচিত।

BADLA HIGH SCHOOL

BADLA HIGH SCHOOL

<u>৮.২ – ১৯৪৭ খ্রিঃ পরবজর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধানের উদ্যোগ ও বিতর্ক।</u>

১/২

১। বৃহত্তম গণ পরিযান/প্রচরন (longest migration) বলতে কী বোঝ?
--- ১৯৪৭ খ্রিঃ দেশভাগের ফলে দাঙ্গা, লুন্ঠন, ধর্ষন, অগ্নিসংযোগ, সাম্প্রদায়ীক নির্যাতন প্রভৃতির শিকার হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেদের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয়। এই ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে বৃহত্তম গণ পরিযান নামে পরিচিত।

২। ভারতে উদ্বাস্তুর ঢেউ সবচেয়ে বেশি ছিল কোথায়?
--- পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাবে।

৩। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি কবে, কেন হয়?
--- উদ্বাস্তু স্রোত কমানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ' র মধ্যে ১৯৫০ খ্রিঃ নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি বা দিল্লী চুক্তি হয়।

৪। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির বিষয়বস্তু কী ছিল?
--- ক) সংখ্যালঘুরা যে যার রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকবে এবং তার কাছেই প্রতিকার চাইবে।
খ) পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম থেকে অন্য কেউ দেশে শরনার্থী হতে চাইলে তাকে সাহায্য করা হবে।
গ) ভারত ও পাকিস্তান বর্তমান সংকটের কারন ও পরিমান নিরুপন করার জন্য অনুসন্ধান কমিটি বসাবে ও সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করবে।
ঘ) পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী সভায় সংখ্যালঘু প্রতিনিধি থাকবে।

৫। উদ্বাস্তু সমস্যা কী?
--- ১৯৪৭ খ্রিঃ দেশ ভাগ ও ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের অসংখ্য সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখ নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে নিঃস্ব অবস্থায় ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে, সমস্যা দেখা দেয় বাসস্থান, খাদ্য ও কর্মসংস্থানের। সরকারও আগত উদ্বাস্তুদের ত্রান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে সমস্যায় পরে। এর ফলে সৃষ্ট সমস্যাকে উদ্বাস্তু সমস্যা বলা হয়।

৬। কোন সময়কে পুর্বাসকনের যুগ বলা হয়?
--- ১৯৫০ – ১৯৫৫ খ্রিঃ

৭। উদ্বাস্তু কাদের বলা হয়?
--- ১৯৪৭ খ্রিঃ স্বাধীনতা ও ভারত ভাগের পর যে বিপুল সংখ্যক অসহায় নিরাশ্রয় ঘরছাড়া ছন্নছাড়া মানুষ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জীবন জীবিকা, অন্নবস্ত্র, বাস্থানের ও নিরাপত্তার খোঁজে স্বভূমি ছেড়ে এসেছিলেন বা আসতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাদের উদ্বাস্তু বলা হয়।

<u>প্রসঙ্গ দেশভাগ – বিভিন্ন গ্রন্থ</u>

গ্রন্থ লেখক

ট্রেন টু পাকিস্তান --- খুসবন্ত সিং
দ্য মার্জিনাল ম্যান --- পফুল্ল কুমার চক্রবর্তী
উদ্বাস্তু --- হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
পাক-ভারতের রূপরেখা --- প্রভাষচন্দ্র লাহিড়ী
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা --- জ্যোতির্ময়ী দেবী
পাথ ওয়ে টু পাকিস্তান --- চৌধুরী খালিকুজ্জামান
দ্য আপরুটেড --- কান্তি পাকরাশি
যুক্তবঙ্গের স্মৃতি, স্বাধীনতার পূর্বাভাস --- অন্নদাশঙ্কর রায়
স্বাধীনতার স্বাদ --- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
সূর্যদীঘল বাড়ী --- আবু ইসহাক
সুপুরিবনের সাড়ি --- শঙ্খ ঘোষ
যাপিত জীবন, গায়ত্রী সন্ধ্যা --- সেলিনা হোসেন
ছেড়ে আসা গ্রাম --- দক্ষিনারঞ্জন বসু
সেদিনের কথা --- মনিকুন্তলা সেন
শিকড়ের সন্ধানে --- কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
আগুন পাখি --- হাসান আজিজুল হক
কেয়াপাতার নৌকা --- প্রফুল্ল রায়
নীল কণ্ঠ পাখির খোঁজে --- অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
আঁধার মানিক --- মহাশ্বেতা দেবী
অর্ধেক জীবন, পূর্ব পশ্চিম --- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
তমস --- ভীষ্ম সাহানি
গোদান --- মুন্সি প্রেমচাঁদ
টোবা টেক সিং --- সাদাত হাসান মান্টো (উর্দু ভাষার লেখক)
মিডনাইটস চিল্‌ড্রেন --- সলমন রুশদি
পাকিস্তান অর পার্টিশ্ন অব ইন্ডিয়া --- ভীমরাও আম্বেদকর।
ওয়েটিং ফর দ্য মহাত্মা --- আর কে নারায়ন
আদার সাইড অব দ্য সাইলেন্স ভয়েসেস ফ্রম দ্য পার্টিশন অব ইন্ডিয়া --- উর্বশী বুটালিয়া
দয়াময়ীর কথা --- সুনন্দা শিকদার
দেশভাগঃ স্মৃতি ও স্তব্ধতা --- সেমন্তী ঘোষ
বিষাদবৃক্ষ --- মিহির সেনগুপ্ত
বরিশাল থেকে দন্ডকারন্য --- বাবলু কুমার পাল
দেশভাগঃ দেশত্যাগ --- সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঢাকার চিঠি --- সরলানন্দ সেন
জাগরী --- সতীনাথ ভাদুরী
বিপাশা --- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্য শ্যাডো লাইনস --- অমিতাভ ঘোষ
পদচিহ্ন --- সত্যেন সেন
স্ফটিক পাত্র --- ঋত্বিক ঘটক
ফ্রিডম এট মিডনাইট --- ল্যারি কলিন্স
সংসপ্তক --- শহীদুল্লা কায়সার
কলোনি স্মৃতি --- ইন্দুবরন গাঙ্গুলি

BADLA HIGH SCHOOL

৮.৩ – ভাষা ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্যোগ ও বিতর্ক

১/২

১। 'ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ কমিশন' কবে কার নেতৃত্বে গঠিত হয়? এই কমিশনের মূল বক্তব্য কী ছিল?
--- ১৯৪৮ খ্রিঃ বিচারপতি এস কে দর এর নেতৃত্বে।
--- ভাষাভিত্তিক কমিশন ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনে আপত্তি জানিয়ে বলে যে, ভাষাবিত্তিক রাজ্য গঠিত হলে ভারতের জাতীয় ঐক্য ও প্রশাসনিক কাজকর্ম বিঘ্নিত হবে।

২। জে ভি পি ক মিটি কবে, কেন গড়ে ওঠে? এর সদস্য কারা ছিল?
--- ১৯৪৯ খ্রিঃ ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিতে দক্ষিন ভারতে আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠলে তা প্রশমনের জন্য জে ভি পি কমিটি গঠিত হয়। এর সদস্য ছিলেন জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, পট্টভি সীতারামাইয়া।

৩। পত্তি শ্রীরামালু কে ছিলেন?
--- পত্তি শ্রীরামালু ছিলেন মাদ্রাজের একজন গান্ধীবাদী নেতা। মাদ্রাজ প্রদেশের তেলুগু ভাষাভাষী অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবীতে তিনি ৫৮ দিন অনশন করে মৃত্যু বকরন করেন (১৯৫২ খ্রিঃ)।

৪। অন্ধ্রপ্রদেশ কোন ভাষাভাষী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং কবে?
--- মাদ্রাজ প্রদেশের তেলুগু ভাষাভাষী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, ১৯৫৩ খ্রিঃ।

৫। 'রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন' কবে কার উদ্যোগে গড়ে ওঠে? এর তিন জন সদস্য কারা?
--- ১৯৫৩ খ্রিঃ আগষ্ট মাসে, প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে। তিন জন সদস্য হলেন ফজল আলি (সভাপতি), কে এম পানিক্কর, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু।

৬। S.R.C কী?
--- State's Reorganization Commission ('রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন', 1953)

৭। রাজ্য পুনর্গঠন আইন কবে পাশ হয়? এই আইন অনুযায়ী কয়টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সৃষ্টি হয়?
---১৯৫৬ খ্রিঃ। এই আইন অনুযাইয়ী ১৪ টি রাজ্য ও ৬ টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গঠিত হয়। (রাজ্য – জম্মু কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, রাজস্থান, বোম্বাই, মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহীশূর, কেরালা। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল – ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লি, লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় ও আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ, মনিপুর, হিমাচল প্রদেশ)

৮। কোন প্রদেশ ভেঙে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য গড়ে ওঠে?
--- বোম্বাই প্রদেশ।

৯। ১৯৫৭ – ১৯৭৬ খ্রিঃ মধ্যে আসাম রাজ্যকে ভেঙে কোন কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গড়ে ওঠে?
--- ৪ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল – উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল (NEFA – North-East Frontier Agency), নাগাল্যন্ড, মেঘালয়, মিজোরাম।

১০। কেরালা রাজ্য কোন কোন অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত হয়?
--- মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন।

BADAM HIGH SCHOOL

১১। ১৯৭২ খ্রিঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল কী নামে পরিচিত হয়?
--- অরুনাচল প্রদেশ।

১২। গোয়া, দমন, দিউ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে ভারতের সাথে কবে যুক্ত হয়?
--- ১৯৬১ খ্রিঃ।

১৩। নাগাল্যান্ড কবে পূর্নাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায়?
--- ১৯৬৩ খ্রি

১৪। হিমাচল প্রদেশ কবে পূর্নাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায়?
--- ১৯৭১ খ্রিঃ

১৫। PEPSU কী?
--- Patiala and East Punjab States Union।

১৬। PEPSU ভেঙে কোন কোন রাজ্যের সৃষ্টি হয়?
--- পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ (১৯৬৬ খ্রিঃ)

১৭। ত্রিপুরা, মণিপুর ও মেঘালয় কবে পূর্নাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায়?
--- ১৯৭২ খ্রিঃ

১৮। অরুনাচল প্রদেশ ও মিজোরাম কবে পূর্নাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায়?
--- ১৯৮৭ খ্রিঃ

১৯। সিকিম কবে ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে যুক্ত হয়?
--- ১৯৭৫ খ্রিঃ

২০। গোয়া কবে পূর্নাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায়?
--- ১৯৮৭ খ্রিঃ

২১। দিল্লি কবে পূর্নাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায়?
--- ১৯৯৩ খ্রিঃ

২২। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা বিভাজন কবে হয়?
--- ১৯৯৬ খ্রিঃ

২৩। ২০০০ খ্রিঃ কোন কোন নতুন রাজ্য গড়ে ওঠে?
--- মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্তিসগড়, উত্তরপ্রদেশ ভেঙে উত্তরাঞ্চল (বর্তমানে উত্তরাখন্ড), বিহার ভেঙে ঝাড়খন্ড।

২৪। তেলেঙ্গানা রাজ্যের সৃষ্টি কবে হয়?
--- ২০১৪ খ্রিঃ

BADLA HIGH SCHOOL

২৫। ভারতে ভাষার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া প্রথম রাজ্য কোনটি?
--- অন্ধ্রপ্রদেশ।

২৬। দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দিকে সরকারী ভাষার মর্যাদা কবে দেওয়া হয়?
--- ১৯৫০ খ্রিঃ

২৭। সরকারী ভাষা কমিশন কবে গড়ে ওঠে? এর দুজন সদস্য কে ছিলেন?
--- ১৯৫৫ খ্রিঃ। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পি সুব্বারোয়ান (তামিলনাড়ু)।

২৮। ১৯৬৪ খ্রিঃ মধ্যে সরকারী ভাষার সংখ্যা কয়টি ছিল?
--- ১৪ টি।

২৯। বর্তমানে সংবিধান স্বীকৃত ভারতীয় ভাষা কয়টি?
--- ২২ টি।

৩০। জাতিপুঞ্জ কোন দিনটিকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসাবে চিহ্নিত করে?
--- ২১ শে ফেব্রুয়ারী।

৩১। অন্ধ্রকেশরী কাকে বলা হতো?
--- টি প্রকাশমকে।

৩২। কে, কবে দ্বিভাষা নীতি গ্রহন করেন?
--- ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৩ খ্রিঃ রকারী ভাষা আইনের সংশোধন করে ১৯৬৭ খ্রিঃ কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের জন্য দ্বিভাষা নীতি গ্রহন করেন।এই দুটি ভাষা হল ইংরাজী ও হিন্দি।

৩৩। সংবিধানের কোন অংশে ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা আছে?
--- সপ্তদশ অংশে।

৩৪। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী কে?
--- মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

৩৫। সরকারী ভাষা বিল কবে উত্থাপন করা হয়?
--- ১৯৬৩ খ্রিঃ।

৩৬। কোন পরিস্থিতিতে, কবে সরকারি ভাষা আইন পাশ হয়? এর দুটি ধারার উল্লেখ কর।
--- সরকারি ভাষা কমিশন হিন্দিকে ভারতের সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষনা করলে দক্ষিন ভারতে হিন্দি ভাষার বিরিদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় আইনসভায় সরকারি ভাষা আইন পাশ হয় (১৯৬৩ খ্রিঃ)।

সরকারি ভাষা আইনের দুটি উল্লেখযোগ্য ধারা ছিল – ক) ১৯৬৫ খ্রিঃ পরও সরকারি কাজকর্মে হিন্দির সাথে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার চালু থাকবে। খ) রাজ্য বিধান সভা গুলো নিজ নিজ রাজ্যের জন্য সরকারি ভাষা নির্দিষ্ট করার অধিকার পাবে।

BADLA HIGH SCHOOL